ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ১৯৭ ॥

যে জন শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে শ্রীহরিকে সুখী করিবার জন্য অর্চ্চাতেই (প্রতিমাতেই) পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণে অথবা সাধারণ জীবমাত্রকে পূজা করেন না, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি পূজ্য বা আদরবুদ্ধি পোষণ করেন না; যাহার ভগবদ্ভক্তজনেই পূজ্যবুদ্ধি নাই, তাহার সাধারণ জীবগণের প্রতি আদরবুদ্ধি কিরূপে আসিতে পারে? শ্রীভগবানে প্রীতির অভাবের জন্য এবং ভক্তমাহাত্ম্য জ্ঞান না থাকায় ও সর্ব্বজীবে আদর করাই যে ভক্তজনের স্বাভাবিক গুণ, সেই গুণের উদয় না হওয়াতেই তাহারা ভক্তজনের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বজীবের প্রতি আদরবুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। এমত অধিকারীকে প্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ প্রকৃতিপ্রারম্ভ অর্থাৎ 'স্বভাবে প্রথম প্রবৃত্তি'—এইরূপ ব্যাখ্যাই শ্রীধরস্বামীপাদ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ বলেন—"অধুনৈব প্রারব্ধভক্তি" অর্থাৎ এখনই ভক্তির প্রারম্ভ হইয়াছে। এস্থানে প্রাকৃত শব্দের অর্থ মায়াময় নহে। এই অধিকারীতে যে শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে শ্রদ্ধাটি কিন্তু শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্দ্ধারণ হইতে উত্থিত নয়। যদি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধ হইতে এই বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইত, তাহা হইলে ১০।৮৪।১২ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রীমুখে যে বলিয়াছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ ॥

যাহারা বাতপিত্তশ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্রাদিতে নিজজনবুদ্ধি, মৃত্তিকাবিকার প্রতিমাদিতে পূণ্যবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু কখনও ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তজনে পূজ্যবুদ্ধি করে না, সেইজনই গরু, গাধা; অথবা গো-সকলের তৃণবাহক গাধা। যদি কনিষ্ঠ ভাগবতের শাস্ত্রার্থের প্রতি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কখনও ভক্তজনের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারিত না। অতএব এই কনিষ্ঠ ভাগবতের যে শ্রদ্ধা, সেটি লোকপরম্পরা হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই শ্রদ্ধাটি লৌকিকী। অতএব, যে সাধক শ্রীভগবানে প্রেমলাভ করিতে পারে নাই অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহাকে মুখ্য কনিষ্ঠ ভাগবত বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকায় উল্লেখ আছে—'উত্তম ভাগবতই সকল হইতে অত্যন্ত পূজ্য' বলিয়া পুনর্ব্বার আটটি শ্লোক তাঁহারই পরিচায়ক লক্ষণগুলি প্রকাশ করিতেছেন।